দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 1 APR 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৪ ...

দেশসেরা ১২ জনের সাতজনই ঢাকার বাইরের

বিভাষ বাড়ৈ ॥ দেশজুড়ে সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দেশসেরা ১২ মেধাবী শিক্ষার্থীকে বাছাই করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সেরা মেধাবীদের তালিকায় টানা পঞ্চমবারের মতো সফলতা দেখিয়েছে রাজধানী শহরের বাইরের শিক্ষার্থীরা। জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দেশসেরা ১২ জনের ৭ জনই ঢাকার বাইরের শিক্ষার্থী। গত বছর সেরা ১২ জনের ৯ জনই ছিল ঢাকার বাইরের প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। দেশের সবচেয়ে নামীদামী স্কুল-কলেজের অধিকাংশই রাজধানী ঢাকায় হলেও প্রতিবছরই সৃজনশীল মেধাবীদের দাপট স্পষ্ট হচ্ছে অন্যান্য বিভাগীয় শহর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে। ঢাকার বাইরের শিক্ষার্থীদের ভাল করায় সন্তোষ প্রকাশ করে শিক্ষাবিদসহ সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এ চিত্রই প্রমাণ করে মফস্বল থেকেও শিক্ষার্থীরা উঠে আসছে সামনের কাতারে। দেশের শিক্ষা বিস্তারে এটা একটা বড় অর্জন বলেও মনে করছেন অনেকে। জাতীয় সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ নীতিমালা অনুসারে এবারও ষষ্ঠ থেকে অষ্টম, নবম থেকে দশম ও উচ্চ মাধ্যমিক এই তিন বিভাগে চারটি বিষয়ে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত হয়েছে বছরের সেরা মেধাবীরা। বিষয় চারটি হলো- ভাষা ও সাহিত্য, দৈনন্দিন বিজ্ঞান বা বিজ্ঞান, গণিত ও কম্পিউটার এবং বাংলাদেশ স্টাডিজ ও মুক্তিযুদ্ধ। গত বছর দেশসেরা ১২ মেধাবীর মধ্যে ৯ জন ছিল ঢাকা শহরের বাইরের প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী। এবার দেশব্যাপী আয়োজিত সৃজনশীল মেধা অন্বেষণের জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় বিজয়ী বছরের সেরা মেধাবী ১২ শিক্ষার্থীকে ইতোমধ্যেই বাছাই করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বৃহস্পতিবার রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হয় চূড়ান্ত এ প্রতিযোগিতা। এর আগে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল দেশের এক লাখের ও বেশি প্রতিযোগী। বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের ওই প্রতিযোগীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত ৮ বিভাগে ১২ জন করে মোট ৯৮ জন। এছাড়া ঢাকা মহানগরীর জন্য নির্বাচিত হয় আরও ৮ জন। বাছাই করা এই ১০৮ জন অংশ নেন জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায়। তাদের মধ্য থেকে এখন নির্বাচিত হলো দেশসেরা ১২ সৃজনশীল মেধাবী।

শহর ও গ্রামে শিক্ষার বৈষম্য নিরসন এবং অবহেলা-অনাদরে বেড়ে ওঠা প্রতিভাকে খুঁজে বের করে বিকশিত করার লক্ষ্য নিয়ে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় ২০১৩ সাল থেকে। সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ নীতিমালায় বলা হয়েছে, 'নীতিমালার আলোকে প্রতিবছর তৃণমূল থেকে বিভাগীয় পর্যায় পর্যন্ত উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে 'অসাধারণ' মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হবে। মেধা অন্বেষণ করে তাদের জাতীয়ভাবে 'জাতীয় মেধা' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া এবং উৎসাহ প্রদানে এককালীন দেয়া হবে বিশেষ বৃত্তি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক কার্যক্রম যেন ব্যাহত না হয় এ জন্য জানুয়ারি থেকে মার্চ মাসের মধ্যে মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা শেষ করতে করার কথাও আছে নীতিমালায়। সে আলোকেই রাজধানীতে বৃহস্পতিবার জাতীয় পর্যায়ে সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা-২০১৭ অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষামন্ত্রী এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

মেধাবী শিক্ষার্থী বাছাই

এ বছর 'ভাষা ও সাহিত্য' বিষয়ে চট্টগ্রামের হালিশহর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী আরবিনা মুনতাহা, বগুরা সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী আইনান তাহরিয়ান এবং রাজধানী ঢাকার সেন্ট জোসেফ উচ্চ বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থী শাকিল রেজা ইফতি। একই বিষয়ে গত বছর সেরা হয়েছিল ময়মনসিংহ জিলা স্কুলের নাহিয়ান ইসলাম ইনান, রাজউক উত্তরা মডেল কলেজের সিরাতল মোস্তাকিম শ্রাবণী এবং লালমনিরহাটের মজিদা খাতুন সরকারী মহিলা কলেজের মৌমিতা রহমান ঈপসিতা।

এ বিষয়ে গত বছর সেরা হয়েছিল দিনাজপুরের আমেনা-বাকী রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল এ্যান্ড কলেজের মোঃ মখলেসুর রহমান ইমন; জয়পুরহাট সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শতাব্দী রায় এবং বগুড়ার সরকারী আযিযুল হক কলেজের মাহিয়া আহমেদ। 'গণিত ও কম্পিউটার' বিষয়ে এবার সেরা মেধাবী হয়েছে ময়মনসিংহ জেলা স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থী অম্লান দে অভীক, রাজধানীর মতিঝিল সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর অনিক সাহা ও রংপুর সরকারী কলেজের তাহমিদ আনজুম খান। গত বছর সেরা হয় রংপুর জিলা স্কুলের শ্বাশত সাহা রায়, কুমিল্লা জিলা স্কুলের শৌর্য দাশ এবং ঢাকার নটরডেম কলেজের শেখ আজিজুল হাকিম।

দেশসেরা ১২ শিক্ষার্থীর প্রত্যেকের হাতে সনদসহ এক লাখ টাকা করে পুরস্কার হিসেবে তুলে দেবেন প্রধানমন্ত্রী। তারা বিদেশে শিক্ষা সফরের সুযোগও পাবে। তবে এই অনুষ্ঠানের দিনক্ষণ এখনও ঠিক হয়নি বলে জানিয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা। এই প্রতিযোগিতা আয়োজক কমিটির সদস্যরা ফলাফলের সার্বিক চিত্রে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেছেন, এই প্রতিযোগিতার ফলই প্রমাণ করে গ্রাম থেকেও শিক্ষার্থীরা উঠে আসছে।